দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

ফারিয়ার

মেয়েদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা

ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা যেমন সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন তেমনিভাবে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ এখনও সহজ নয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই পেতে হয় উচ্চশিক্ষার স্বাদ। অনেক ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব হয় না শুধু পরিবারের অনুমতির অভাবে! জানাচ্ছেন **ফারিয়া মৌ**

কলেজ পড়ুয়া সায়মার বিয়ে হয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কারণ শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখতেন উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যাবেন। এদিকে বর জুবায়ের সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় ঘুরে বেড়াতে হয় সারাদেশে। আর বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সবাই চায় বরের সাথে থাকবেন সায়মা। তবু লেখাপড়ার কথা চিন্তা করেই আর বরের সাথে থাকা হয়ে ওঠে না, থেকে যান বাবার বাড়িতেই। এদিকে ইন্টারমিডিয়েটে খুব ভালো রেজাল্ট করেন সায়মা। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। পড়াশোনায় এত আগ্রহ দেখে বরের উৎসাহে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার নতুন ঠিকানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অভিভাবকদের বাড়ির বউয়ের হলে থাকা নিয়ে ঘোরতর আপত্তি। তবু জুবায়েরের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা অনুকূলে চলে এলো সায়মার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড ইয়ারে সায়মার কোলজুড়ে এলো ফুটফুটে মেয়ে সামিয়া। এরপর সামিয়াকে মায়ের কাছে রেখেই লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন। ফলাফল হিসেবে অনার্সে করলেন সেরা রেজাল্ট, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!

এবার দেশের বাইরে গিয়ে মাস্টার্স করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার এ স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে একমাত্র মেয়েকে রেখে দেশের বাইরে যেতে হবে এ বিষয়টি নিজের কাছেও কেমন কেমন লাগছিল। আর পরিবারের কারও কাছে এ ব্যাপারে কিছু বলারও সাহস পেলেন না। কিন্তু তিনি বিদেশে পড়ার জন্য বিভিন্ন দেশে আবেদন করতে লাগলেন যদি কোথাও স্কলারশিপের সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে আর কী চাই জীবনে? ভাগ্য তার এবারও প্রসন্ন হলো। সুইডেনে এসআই স্কলারশিপ পেয়ে গেলেন! কিন্তু এবার জুবায়েরসহ পরিবারের কেউ রাজি হচ্ছেন না। সায়মা অনেক বুঝিয়ে রাজি করালেন জুবায়েরকে। পরে সব কিছু বিবেচনা করে জুবায়েরও রাজি হয়ে গেলেন। সায়মা চলে গেলেন সুইডেনে।

সায়মা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবতী মেয়েদের একজন। এত কম বয়সে বিয়ের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষায় দেশের বাইরে যাওয়ার এ সুযোগ এতটা সহজভাবে কয়জন মেয়ের ভাগ্যে জোটে? কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টা করতে হবে না? অসহায়ত্বকে পুঁজি করে চুপ করে বসে থাকতে হবে? এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের।

যোগ্যতা অর্জন আবশ্যক

যদি সত্যিকার অর্থেই উচ্চশিক্ষা আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলুন। নিজের একাডেমিক লেখাপড়ার বাইরেও নিয়মিত অন্যান্য জ্ঞানচর্চা করা প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষায় ভালো দখল আপনার যোগ্যতায় বাড়তি মাত্রা যোগ করবে। পাশাপাশি স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার যোগাযোগে দক্ষতা (কমিউনিকেশন স্কিল) এবং লিডারশিপ স্কিল থাকলে এ বাড়তি যোগ্যতাটুকু আপনাকে এগিয়ে রাখবে অন্যদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি এই বিষয়গুলোর দিকেও নজর দিতে হবে।

আপডেট থাকা প্রয়োজন

বিভিন্ন দেশে পড়ার জন্য পরিচিত এমন কেউ যিনি সেখানে লেখাপড়া করছেন তার সাথে যোগাযোগ রাখুন। তার থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। এছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন। কখন কোথায় ভর্তি হওয়া যাবে, সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কী কিংবা কোনো ধরনের স্কলারশিপ পেতে পারেন কি না, বিস্তারিত খোঁজ রাখুন। এভাবেই হয়তো আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।

ম্যানেজ করতে হবে

বর্তমানে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অধিকাংশ মেয়ের পরিবারই বেশ সচেতন। তবে বিয়ের পর কিংবা বিয়ের আগে একা একা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারটি অনেক পরিবারই সহজভাবে নিতে পারেন না। তারা মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের বোঝাতে হবে। তবে তাদের কোনোভাবেই কষ্ট না দিয়ে সময় নিয়ে কাউন্সেলিং করলে তারা অবশ্যই আপনাকে বুঝতে পারবেন। তাই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাদের কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ভালোভাবে বোঝানো উচিত। আপনার সাফল্যে তারাই বেশি আনন্দ পাবেন এটা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নাই।